Script of Vigyan Prasar Radio Serial
Segment No. 3, Episode No. 17
Changes in Vegetation and animal distribution
Written by Dr. Sima Mukhopadhyay
From Science Communication Forum

দৃশ্যঃ ১

রেডিও তে সমীক্ষা শুরু হয়েছে .....

হিমাচল প্রদেশের কোটগড়ের আপেল বাগিচায় .....

সমীক্ষা চলতে থাকবে তার মধ্যে ড: বিশ্বাসের কথা শুনতে পাওয়া যাবে।

ড: বিশ্বাসঃ দেখিতো আজকের সমীক্ষার বিষয় কি? আরে বাবা এতো দেখছি Global Warming-এর effect নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। তাহলেতো পুরোটা শুনতেই হয়। আজকে যেখানে যাব সেখানে তো এসব ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করতে হবে।

..... হিমাচল প্রদেশের কোটগড়ের আপেল বাগিচা লোকের মুখে মুখে সেওগড় নামে পরিচিত। বছর দশেক আগেও দেওয়ালির সময় ঘরে ঘরে পরিবারের সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়ত বেছে বেছে ভালো আপেল বাক্সবন্দি করতে। সেই দৃশ্য আজ আর দেখতে পাওয়া যাবে না। ধীরে ধীরে ম্লান হতে শুরু করেছে সেই ছবিটা। কোটগড়ে গ্রীষ্মকালীন গরম বেড়ে গিয়েছে এবং দীর্ঘায়িত হয়েছে। এদিকে শীতে বরফ পড়াও কমে গিয়েছে। দিন দিন শীতের কামড় ক্রমশ হ্রাস পেতে শুরু করেছে। এইসব কারণে আপেলের গুণগত মান নামতে শুরু করেছে। বর্তমানে আপেল বাগিচা গুলোতে বিশ্বউষ্ণায়নের প্রভাব সরাসরি পড়তে শুরু করেছে।

বছর পনের আগেও বাহান্ন বছর বয়সি লালচাঁদের বছরে দশ থেকে পনের লাখ টাকার পারিবারিক ব্যবসা ছিল। আজ লালচাঁদ পুরোপুরি বেকার। কারণ আপেল চাষের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে হয়েছে, এদিকে অন্যদের মত আপেলের বদলে মাশরুম বা অন্য সবজি চাষে নিজেকে জুড়তে পারেনি।

নব্বই সাল অবধি হিমাচল প্রদেশের নাতিশীতষ্ণ অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন বলতে মূলত ছিল আপেল চাষ। নব্বই সালের পর থেকে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় আপেল বাগিচায় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অতিবৃষ্টি ও ঠিকমত বরফ না পড়ার জন্য আপেল গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে আপেল গাছে ফল ধরতে বিঘ্ন ঘটে। আপেলের আকার ছোট হতে শুরু করে। বিশেষজ্ঞদের মতে বিশ্বউষ্ণায়নের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই আপেল চাষে বিঘ্ন ঘটছে। ..... আজকের মত সমীক্ষা এখানেই শেষ হল

ড: বিশ্বাসঃ শুনছো চটপট break fast দিয়ে দাও। বড্ড দেরি হয়ে গেল।

স্ত্রীঃ বা: আমিতো সব রেডি করেই বসে আছি। তুমি টেবিলে বসলে তবে তো দেব। এদিকে তাড়া দেওয়া হচ্ছে আমাকে আর ওদিকে উনি রেডিও শুনতে বসেছেন।

ড: বিশ্বাসঃ আরে রেডিওটা খুলেছিলাম শুধু আজকে সমীক্ষার বিষয়টা শুনবার জন্য। কিন্তু কী কান্ড আজ আমাকে যেখানে Resource Person হিসাবে যেতে হবে, যে বিষয় নিয়ে বলতে হবে, সমীক্ষায় দেখছি সে ব্যাপার নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। তাই পুরোটা না শুনে রেডিওটা বন্ধ করতে পারলাম না।

স্ত্রীঃ অতশত বুঝি না। এই নাও তোমার খাবার আর চা।

ড: বিশ্বাসঃ ..... খাবার খাওয়ার আওয়াজ ..... এই যে আপেল খেতে দিয়েছ আমাকে এর এত দাম কেন বাড়ছে জান?

স্ত্রীঃ এই যে বললে তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। এখন চটপট খেয়ে রেডি হয়ে নাও। যেখানে যাচ্ছ সেখান থেকে ফিরে এলে এসব নিয়ে আলোচনা করা যাবে। এখন আমারও তাড়া রয়েছে। রান্নাঘরে সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে এসেছি।

ড: বিশ্বাসঃ শুনছো রুমালটা দাও তো। আর ছোট টেবিলের উপর যে চিঠিটা চাপা দেওয়া আছে এনে দাও। ওখানেই ঠিকানা দেওয়া আছে যেখানে যেতে হবে। (স্বগতোক্তি) তাড়াতাড়ি যেতে হবে। এই অফিস টাইমে ট্যাক্সি পাওয়াটা এক সমস্যার ব্যাপার। এদিকে net ফুরিয়েছে Ola বা Uber ডাকতে পারবো না।

দৃশ্যঃ ২

অধিকর্তাঃ আসুন ড: বিশ্বাস। নমস্কার। ফোনে আপনার সাথে কথা হয়েছে। আমিই মিসেস বাগচি। আপনার আমাদের এখানে আসতে অসুবিধা হয়নি তো?

ড: বিশ্বাসঃ নমস্কার। না তেমন কিছু নয়। তবে সামনের মোড়রটায় একটু আগে আটকে পড়েছিলাম। ওই এলাকায় মানুষ রাস্তা বন্ধ করে মিটিং করছে। তাই গাড়ি অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে আনতে হল।

অধির্কতাঃ ও হ্যাঁ হ্যাঁ। আসলে ওখানে একটা পুকুর বুজিয়ে সপিং মল তৈরির চেষ্টা চলছে। তাই ওই এলাকার মানুষ জড়ো হয়েছে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্য।

ড: বিশ্বাসঃ ও: তাই নাকি? বা: এই রকম প্রতিবাদ হওয়া উচিৎ। এইভাবে পুকুর বুজিয়ে ব্যাঙের ছাতার মত শহরের নানা এলাকায় সপিং মল গজিয়ে উঠছে রাতারাতি। সেখানে ঝাঁ চকচকে আলো ঝলমলে ঠাণ্ডা ঘরে দেশ বিদেশের রকমারি জিনিসপত্র পাওয়া যায়। এইভাবে চলতে থাকলে স্থানীয় উৎপাদন মার খাবে।

অধিকর্তাঃ একদম ঠিক। আলু, বেগুন, পটল মূলো বেতের বোনা ধামা কুলো কিনতে আর বক্সিগঞ্জের হাটে যেতে হবে না। হাটের কথা বাদ দিন লোকাল দোকান বাজার সব লাটে উঠবে।

ড: বিশ্বাসঃ ভেবে দেখুন এক একটা শপিং মল চালু রাখতে কি পরিমাণ বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। আর অন্য দেশ থেকে মাল আনতে কী পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানির প্রয়োজন হয়।

অধিকর্তাঃ সত্যিই তো এভাবে ঠিক ভেবে দেখিনি।

ড: বিশ্বাসঃ Global Warming নিয়ে বিশ্ব জুড়ে রকমারি সামিট, কনফারেন্স, মিটিং হচ্ছে। কিন্তু সারা বিশ্বজুড়ে সভ্য মানুষদের জীবন চর্যার পরিবর্তন না আনলে পৃথিবীর দুর্দশা দিন দিন বেড়েই চলবে।

অধিকর্তাঃ ঠিকই বলেছেন। কথায় কথায় আমরা আজকের সেমিনারের বিষয়েই এসে পড়লাম। এবারে কাজের কথায় আসা যাক। তার আগে বলুন চা খাবেন না কফি খাবেন?

ড: বিশ্বাসঃ যে কোনটাই চলতে পারে তবে চিনি ছাড়া। .....

বেল বাজিয়ে অধিকর্তা দু-কাপ কফির অর্ডার দেবে।

অধিকর্তাঃ দু-কাপ চিনিছাড়া কফি পাঠাও।

আচ্ছা এবারে আপনাকে আজকের গ্রোগ্রাম সম্পর্কে বলি। আমাদের বিভিন্ন জেলায় যে সব সেন্টার রয়েছে সেখানকার সুপারভাইজার এবং কো-অর্ডিনেটরদের এখানে ডাকা হয়েছে বিশ্বউষ্ণায়ন বা Global Warming সম্পর্কে জেনে বুঝে নিতে। এরা জেলায় গিয়ে সেন্টারের আশেপাশের এলাকার মানুষজনদের ব্যাপারটা বোঝাবে নানাভাবে। এ ব্যাপারে পোস্টার, পুস্তিকা, পথ নাটিকা, পাপেট শো ইত্যাদি তৈরি করা হবে।

ড: বিশ্বাসঃ তার মানে আপাতত আমার টার্গেট গ্রুপ হল বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সুপারভাইজার এবং কো-অর্ডিনেটররা।

অধিকর্তাঃ ..... হেসে ..... একদম ঠিক।

ড: বিশ্বাসঃ চিঠিতে দেখলাম আপনাদের ওয়ার্কশপ গতকাল শুরু হয়েছে।

অধিকর্তাঃ হ্যাঁ। প্রফেসর ভাদুড়ি এসেছিলেন গতকাল। গ্লোবাল ওয়ামিং, গ্রিণহাউস গ্যাস ইত্যাদি ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করলেন।

ড: বিশ্বাসঃ আমি উদ্ভিদ জগৎ এবং প্রাণী জগতে এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করব। আর বিশদে বলতে চাই গ্রিণহাউস গ্যাস কমাতে আমাদের কী করার আছে।

অধিকর্তাঃ এই ব্যাপারটা খুব ভালো করে আমাদের বুঝে নিতে হবে। দেখুন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র নেতারা সবদিক বিবেচনা করে পলিসি তৈরি কববেন। কিন্তু বিশ্বউষ্ণায়নের মোকাবিলায় আমাদের মানে সাধারণ মানুষের কী করার আছে সেটা বুঝে নেওয়া অত্যন্ত জরুরী।

.... বেল বাজিয়ে ..... কমলবাবুকে ডাক।

কমলবাবুঃ আসছি ম্যাডাম।

অধিকর্তাঃ কমলবাবু এখনো কি সবাই আসেনি?

কমলবাবুঃ অনেকেই এসে গিয়েছে। কয়েকজন কাছাকাছি এসে গিয়েছে। কিন্তু সামনে একটা রাস্তা অবরোধ চলছে তাই ওদের ঘুর পথে আসতে একটু দেরি হচ্ছে।

অধিকর্তাঃ ঠিক আছে ওরা এলেই শুরু করে দিতে হবে।

ড: বিশ্বাসঃ আচ্ছা আপনাকে ততক্ষণে একটা বই দেখাই। গ্লোবাল ওয়ামিং কমাতে আমাদের কি করা আছে। তার উপরে এই বইটা আপনাদের কাজে গালতে পারে।

অধিকর্তাঃ বাঃ আপনি লিখেছেন? বইটা আমাদের দারুণ কাজে লাগবে। বেশ সহজ করে লেখা। আর প্রচুর ছবি রয়েছে দেখছি। ধন্যবাদ ড: বিশ্বাস।

কমলবাবুঃ আসছি ম্যাডাম। সকলে এসে গেছে। এবারে শুরু করা যেতে পারে।

অধিকর্তাঃ চলুন ড: বিশ্বাস।

দৃশ্যঃ ৩

সেমিনার রুমে খুব আস্তে কথা বলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

ড: বিশ্বাসঃ তোমরা হয়তো বিশ্ব উষ্ণনায়ন বা Global Warming-এর কথা শুনেছ। কল কারখানা, গাড়িঘোড়া, চাষবাসের ফলে বাতাসে কার্বন-ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এই গ্যাসের ধাক্কা খেয়ে পৃথিবী থেকে যে তাপ বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ায় কথা ছিল, তা আবার ফিরে আসছে পৃথিবীতেই। তাই পৃথিবীও গরম হয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়ার ফলে রোগ জীবাণুর আক্রমণ বাড়ছে। বাড়ছে ঝড়ঝঞ্ঝার প্রকোপ। কোথাও অতি বৃষ্টিতে ভয়াবহ বন্যা, আবার কোথাও অনাবৃষ্টির ফলে খরা গ্রাস করছে। মেরু অঞ্চল ও পর্বত চূড়ায় বরফ গলতে শুরু করেছে। সমুদ্রের জলতল বেড়ে গিয়ে ডুবে যাবে সমুদ্র উপকূলবর্তী শহর ও দ্বীপ। প্রভাব পড়বে উদ্ভিদ প্রাণী জগতের উপর।

জনৈক ১: স্যার আমাদের দেশের তিনদিকেই তো সমুদ্র। তাহলে আমাদের দেশের বিপদের আশঙ্কা অনেক বেশি।

ড: বিশ্বাসঃ আরে তিন দিক কেন চারদিক থেকেই বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। আমাদের দেশের তিনদিক সমুদ্র ও উত্তর দিকের আড়াই হাজার কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে হিমালয়।

অনুকূল আবহাওয়া, উর্বর মাটি আর সারা বছরের জলের জোগান অনেকটাই আসে সেখান থেকে।

জনৈক ২: তার মানে হিমালয় পর্বতমালার মাথায় যে বরফ রয়েছে তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে ওই বরফও গলতে শুরু করেছে। তাহলে তো বিপদ।

ড: বিশ্বাসঃ হ্যাঁ বিশ্বউষ্ণায়নের জন্য হিমবাহ গুলি ছোট হয়ে আসছে। একটা সমীক্ষা থেকে জানা গেছে ১৯৬২ সালে হিমবাহ ছিল ২,৩৭৭ বর্গ কিলোমিটার। ২০০৭ সালে তার আয়তন কমে দাঁড়ায় ১,৬২৮ বর্গ কিলোমিটার।

জনৈক ১: স্যার এভাবে চলতে থাকলে হিমবাহ গুলো সব শুকিয়ে যাবে।

ড: বিশ্বাসঃ হ্যাঁ তার ফলে হিমালয়ের বুকে যে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অতি মূল্যবান ওক, পাইনের অরণ্য আছে সেই উদ্ভিদদের স্থানাচ্যুত হতে হবে। হিমালয়ের আরো উচ্চতায় হয়তো এদের পাওয়া যাবে। হিমালয়ের অরণ্য ধ্বংস হলে চিরতরে হারিয়ে যাবে অতি দুর্লভ প্রজাতির অর্কিড, প্রাইমুলা, রোডোডেনড্রন, ব্রহ্মকমল ইত্যাদি। এছাড়াও বাস করে দুর্লভ প্রজাতির শীতসহিষ্ণু প্রাণী। তোমরা কি কেউ হিমালয়ান ইয়াক দেখেছ?

জনৈক ২: আমি নেপালে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি।

ড: বিশ্বাসঃ এদের সমতল ভূমিতে উষ্ণ তাপমাত্রার নামিয়ে আনলে বেশিদিন বাঁচে না। মাস তিনেকের মধ্যে লিভারের অসুখে মারা যায়।

জনৈক ৩: স্যার চাষবাসের ক্ষেত্রেও তো বিপদ আসতে পারে?

ড: বিশ্বাসঃ নিশ্চই, আজই খবর পেলাম হিলাময়ের পাদদেশে যাদের আপেলের বাগিচা রয়েছে, তাদের ব্যবসা দারুণ ভাবে মার খাচ্ছে।

জনৈক ১: আচ্ছা আমাদের এখানে যে চাষবাস হয় তার উপরেও কি বিশ্বউষ্ণায়নের প্রভাব পড়বে?

ড: বিশ্বাসঃ কৃষি বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন বেশির ভাগ শস্য ও ফল হল C_3 শ্রেণীর উদ্ভিদ। এদের মধ্যে পড়ে ধান, গম, তুলো, তামাক, পাট। নানা প্রজাতির চিরহরিৎ ও পত্রমোচী ফল ও ফলের বৃক্ষ।

জনৈক ৩: এদের C_3 শ্রেণী উদ্ভিদ বলে কেন?

ড: বিশ্বাসঃ এই ধরনের গাছের বৈশিষ্ট হল ১০ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে এদের সালোকসংশ্লেষের হার সবচেয়ে বেশি। তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রির বেশি হলে এদের সালোকসংশ্লেষ কমে যায়। তখন এদের বৃদ্ধি ও ফলন কমে যায়। এদিকে C_4 শ্রেণীর উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও ফলন বেশি তাপমাত্রায় ভালো হয়। এই শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে ভুট্টা, আখ ও ইতালিয়ান মিলেট। এছাড়া রয়েছে নানান জাতের ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ ও আগাছা।

জনৈক ৩: ওরে বাবা তাপমাত্রা বাড়লে ধান, গমের ফলন মার খাবে। যত রাজ্যের আগাছায় ভরে যাবে ক্ষেত।

ড: বিশ্বাসঃ হ্যাঁ শুষ্ক ও তপ্ত আবহাওয়ায় মাইট শ্রেণীর কীটের উপদ্রব বাড়বে। তাই এখন থেকে প্রয়োজন অধিক তাপ ও শুষ্ক আবহাওয়া সহ্য করতে পারে এমন ধরনের ফল ও শষ্যের জাত গবেষণা করে খুঁজে বার করা।

এবার সুন্দরবনের বাদাবন বা ম্যানগ্রোভ নিয়ে দু-চার কথা বলি। তোমরা সকলেই জানো বেশ কিছুদিন আগে আয়লার প্রকোপে সুন্দরবন এলাকায় বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। তবে ম্যানগ্রোভ অরণ্য থাকাতে ক্ষয়ক্ষতি আরো বিশালাকারে ধারণ করতে পারেনি।

জনৈক ২: স্যার বাদাবনের অনেক গাছ একটু অন্য ধরনের।

ড: বিশ্বাসঃ হ্যাঁ অনেক গাছের তলায় খোঁচা খোঁচা শুলের মত শ্বাস মূল থেকে। জোয়ারের সময় গরাণ, বাইন ইত্যাদি গাছের অনেকটা ডুবে যায়। আর ভাটার সময় শ্বাস মূলের সাহায্যে বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। এখন যদি শ্বাসমূলগুলো স্থায়ীভাবে জলের তলায় ডুবে থাকে তাহলে বৃক্ষগুলির মৃত্যু অবধারিত।

জনৈক ৩: স্যার একটা কথা বলব?

ড: বিশ্বাসঃ বল কী বলবে। চটপট বলে ফেল।

জনৈক ২: স্যার আমার মামাবাড়ি কুলতলি থানার চুপড়িঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আদিবাসী পাড়ায়। ওখানে একদল লোক চিংড়ি চাষের জন্য ভেড়ি তৈরি করবে বলে রাতের অন্ধকারে মাটি কাটার জেসিটি মেশিনে নিয়ে এসেছে। লোকগুলো দা, কুড়ুল দিয়ে ফটাফট বাদাবন কাটতে শুরু করেছে গ্রামবাসীরা জোট বেঁধে প্রতিবাদ করে বন দপ্তরে খবর দেয়। সেখান থেকে লোকজন এসে পড়ায় গাছ কাটা বন্ধ হয়। এটা কয়েকদিন আগের ঘটনা।

ড: বিশ্বাসঃ এলাকায় মানুষ যদি সচেতন হয়ে একজোট হয়ে প্রতিবাদ করে তবে অন্যায় কাজ বন্ধ হতে বাধ্য। বিশ্বউষ্ণায়নের মোকাবিলায় বিশ্বজুড়ে সর্বস্তরের মানুষকে জোট বেঁধে এগিয়ে আসতে হবে।

অনেকক্ষণ কথা হয়ছে। এবারে আধ ঘন্টার বিরতি। তারপর আলোচনা করব বিশ্বউষ্ণায়নের মোকাবিলায় আমাদের কী করার আছে।

এখানে একটা ছবি দেওয়া বই রাখলাম। তোমরা উল্টেপাল্টে দেখো। তাপমাত্রা বাড়ার কারণে বিলুপ্ত প্রায় কিছু প্রানী ও উদ্ভিদের ছবি বইটিতে রয়েছে। এই দেখ এই যে ছোট্ট কমলা রঙের ব্যাঙ দেখতে পাচ্ছ, এরা থাকতো Costa Rcia-র অরণ্যে। এরা স্বর্নাভ ব্যাঙ নামে পরিচিত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এদের অস্তিত্ব লোপ

পেয়েছে। এক ধরনের ছত্রাকের সংক্রমণ ঘটে এদের চামড়ার। তাতেই মৃত্যু হচ্ছে। একইভাবে আরো অনেক উভচর প্রাণীর মৃত্যু ঘটছে। সমুদ্র গর্ভের অনেক এলাকায় প্রবালরাজ্য বিবর্ণ হয়ে পড়ছে। শুরু হয়েছে কোরাল ব্লিচিং। পড়ে থাকছে কঙ্কালসার চেহারাটা। মৎস জগতেও বিপর্যয় নেমে আসছে। মেরু ভল্লুক, নানান জাতের পেঙ্গুইন ইত্যাদি আজ বিপদ সঙ্কুল অবস্থার মধ্যে রয়েছে।

..... ঠিক আছে আধঘন্টা বাদে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে .....।

দৃশ্যঃ ৪

..... কলিং বেলের আওয়াজ। পরে দরজা খোলার আওয়াজ।

ড: বিশ্বাসঃ দেখ কাকে ধরে এনেছি।

স্ত্রীঃ ওমা পিঙ্কি। কতদিন পরে তোকে দেখলাম। আয় আয় ভেতরে আয়। সেই পুরানো পাড়া থেকে চলে আসার পর তোদের সঙ্গে আর দেখা সাক্ষাৎ নেই। ঠাম্মা কি এখন এখানে?

পিঙ্কিঃ না পিসির কাছে।

স্ত্রীঃ তা পিঙ্কির সাথে তোমার কোথায় দেখা হল?

ড: বিশ্বাসঃ আরে আজ যেখানে গিয়েছিলাম Global Warming নিয়ে আলোচনা করতে সেখানেই দেখা ওর সঙ্গে।

পিঙ্কিঃ হ্যাঁ জেঠি আমি মাসখানেক হল ওখানে join করেওছি। জেঠুকে ওখানে দেখে আমি তো অবাক? দারুণ আনন্দ হয়েছে।

ড: বিশ্বাসঃ সেমিনার শেষ হতে ওকে ধরে নিয়ে এলাম তোমার সাথে দেখা হবে বলে। আর একটা কারণও আছে। তোমার ছাদ বাগান দেখাব বলে নিয়ে এসেছি।

পিঙ্কিঃ হ্যাঁ জেঠু আমাদের ওই সেমিনারে তোমায় করা ছাদ বাগানের সুন্দর সব ছবি দেখিয়েছে। কী সুন্দর ছাদে টমেটো, লঙ্কা, সিম, বেগুণ, পেঁপে হয়েছে।

স্ত্রীঃ কি কান্ড তুমি আবার ওখানে আমাদের ছাদ বাগানের ছবি দেখাতে গেলে কেন?

ড: বিশ্বাসঃ তুমি বুঝতে পারছো না। তুমি যে কাজটা নিজের মনে ভালোবেসে করছো এমনটা যদি সকলে ঘরে ঘরে করতো তাহলে বিষ বাতাসের পরিমাণ কিছুটা হলেও কমতো।

পিঙ্কিঃ জেঠু সেমিনারে কি সুন্দর করে আমাদের বুঝিয়ে বললেন Global warming-এর মোকাবিলায় আমাদের কী কী করার আছে? চল এবার ছাদে।

স্ত্রীঃ পিঙ্কির আর তর সইছে না। দাঁড়া অফিস থেকে এসেছিস একটু জল মিষ্টি খেয়ে নে, তারপর না হয় ছাদে যাওয়া যাবে।

পিঙ্কিঃ না-না জেঠি আলো থাকতে থাকতে আগে ছাদ বাগান দেখে আসি তারপর অন্য কিছুর কথা ভাবা যাবে।

স্ত্রীঃ চল তাহলে। তুমি একটু বোস। আমরা ছাদের থেকে ফিরে চা দেব।

পিঙ্কিঃ ওমা কী সুন্দর লাল টুকটুকে টমেটো হয়েছে।

স্ত্রীঃ দাঁড়া এই সাজিতে করে তোল বেশ কয়েকটা টমেটো, লঙ্কা আর এদিকে রয়েছে ধনে পাতা। ওই দিকটায় ঝুলছে লেবু।

পিঙ্কিঃ কী দারুণ ব্যাপার। দুর্দান্ত হাতে গরম স্যালাড বানানো যাবে দেখছি।

স্ত্রীঃ ধনে পাতা আর একটু বেশি করে তোল পিঙ্কি। ধনে পাতার বড়া করে দেব।

স্ত্রীঃ তুই তাহলে স্যালাডটা বানিয়ে ফ্যাল। আর আমি চট করে ধনে পাতার বড়া আর চা করে ফেলছি।

ড: বিশ্বাস কি পিঙ্কি জোর করে ধরে এনে ভালো করিনি?

পিঙ্কিঃ জেঠু আমি ভাবতেই পারছি না ব্যাপারটা।